www.asram.org - March 6 2023

পুরাতন নিয়মে মাসের নাম

পুরাতন নিয়ম কালে মাসগুলির সাধারণত নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না। সেগুলোকে বলা হত ‘বছরের’ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ‘মাস’। বাবিলনে নির্বাসনের আগে, পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র চার মাসেরই ছিল নির্দিষ্ট একটা নাম:

১। আবিব [‘বসন্তকাল’] -- ৩০ দিন: মার্চ-এপ্রিল (যাত্রা ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বিঃবিঃ ১৬:১);

২। জিব [‘আলো’] -- ২৯ দিন: এপ্রিল-মে (১ রাজা ৬:১; ৬:৩৭);

৭। এথানিম [‘প্রবল’, অর্থাৎ মুষলধারায় বৃষ্টি] -- ৩০ দিন: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১ রাজা ৮:২);

৮। বুল -- ২৯ বা ৩০ দিন: অক্টোবর-নভেম্বর (১ রাজা ৬:৩৪)।

বাবিলনে নির্বাসনের সময় থেকে (খ্রিঃপূঃ ৬০৫) বাবিলন ও মধ্যপ্রাচ্যে মাসগুলির প্রচলিত নাম গৃহীত হতে লাগে ও সেগুলোর কয়েকটা বাইবেলে উল্লেখ করা রয়েছে:

১। আবিব নিসান হয়ে গেল -- ৩০ দিন: মার্চ-এপ্রিল (এস্থার ৩:৭; নেহে ২:১);

২। জিব ইয়ার হয়ে গেল -- ২৯ দিন: এপ্রিল-মে;

৩। সিবান -- ৩০ দিন: মে-জুন (এস্থার ৮:৯ ইত্যাদি);

৪। তাম্মুজ -- ২৯ দিন: জুন-জুলাই;

৫। আব -- ৩০ দিন: জুলাই-আগষ্ট;

৬। এলুল -- ২৯ দিন: আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (নেহে ৬:১৫; ১ মাকা ১৪:২৭);

৭। এথানিম তিশ্‌রি হয়ে গেল -- ৩০ দিন: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর;

৮। বুল হেশ্‌বান হয়ে গেল -- ২৯ বা ৩০ দিন: অক্টোবর-নভেম্বর;

৯। কিস্লেব -- ৩০ বা ২৯ দিন: নভেম্বর-ডিসেম্বর (নেহে ১:১; ১ মাকা ১:৫৪ ইত্যাদি; ২ মাকা ১:৯ ইত্যাদি; জাখা ৭:১);

১০। তেবেথ -- ২৯ দিন: ডিসেম্বর-জানুয়ারি (এস্থার ২:১৬);

১১। শেবাৎ -- ৩০ দিন: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি (১ মাকা ১৬:১৪; জাখা ১:৭);

১২। আদার -- ২৯ দিন: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (এজরা ৬:১৫; এস্থার ৩:৭ ইত্যাদি; ১ মাকা ৭:৪৩, ৪৯; ২ মাকা ১৫:৩৬)।

প্রথম মাস (আবিব বা নিসান) ৩০ দিনেরই মাস। মাসটা ১২ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিলের মধ্যে শুরু হয় এবং আজকালের বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে মাসের শেষ দিন ১০ এপ্রিল থেকে ১০ মে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অধিবর্ষগুলোতে মাসগুলোর দিনের সংখ্যা উপযোগিভাবে বাড়ানো হত।

সপ্তাহ সম্পর্কে

পুরাতন ও নূতন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই দিনগুলিকে ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি "সপ্তাহের দিন" বলা হত। শুধুমাত্র ৭ম দিন (অর্থাৎ শনিবার) একটা নির্দিষ্ট নাম দ্বারা চিহ্নিত ছিল তথা "সাব্বাৎ" (যাত্রা ১৬:২৬, ২৩ ইত্যাদি পদ)।

পৌত্তলিক রোম সাম্রাজ্যে, সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে (অর্থাৎ রবিবারকে) বলা হত "Dies Solis" (দিয়েস সলিস) অর্থাৎ "সূর্যদেবের দিন", কিন্তু আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে খ্রিষ্টিয়ানগণ দিনটিকে "Dies Dominicus" (দিয়েস দমিনিকুস) বা "Dies Dominica" (দিয়েস দমিনিকা) অর্থাৎ "প্রভুর দিন" বলতে শুরু করে।